২১ বছর বয়সেই মিলবে ৪% সুদে স্টার্ট-আপ ঋণ:বাংলাদেশ ব্যাংক

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংক তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন থেকে বয়স ২১ বছর হলেই বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক দেশের যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে স্টার্ট-আপ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ।

বুধবার (৯ জুলাই) কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক মাস্টার সার্কুলারের মাধ্যমে স্টার্ট-আপ লোন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বড় পরিবর্তন আনে। সেখানে বলা হয়, এই ঋণ সুবিধা বিদ্যমান স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানগুলোও পাবে, তবে প্রতিষ্ঠানটির বয়স নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১২ বছরের বেশি হতে পারবে না।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্টার্ট-আপ খাতে ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে এই সীমা ছিল সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা। এই ঋণ দেওয়া হবে মেয়াদি ও চলতি মূলধন উভয় ক্ষেত্রেই, এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ আরোপ করা যাবে।

LENS ASIA

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠিত ৫০০ কোটি টাকার 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা নিতে পারবে। এই তহবিলের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন মাস্টার সার্কুলারে শুধু ঋণ নয়, ইক্যুইটি বিনিয়োগের সুযোগও রাখা হয়েছে। প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক তাদের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড থেকে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের পরিকল্পনা করছে, যেখানে এসব ইক্যুইটি ফান্ড ব্যবহৃত হবে। ব্যাংকগুলোর এই বিনিয়োগ তাদের আর্থিক বিবরণীতে ইক্যুইটি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে আলাদা সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হবে।

সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে, এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকেই স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে হবে। তবে যেসব ব্যাংক আগে নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড থেকে ঋণ অনুমোদন করেছে, সেসব ঋণের অর্থ ছাড় করা যাবে। নতুন করে আর ওই ফান্ড থেকে ঋণ দেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে সময়োপযোগী ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগের গতি বাড়ানো দরকার ছিল।